



তাদের উভয়পক্ষ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল দিয়েছেন। এমনকি একই দলিলউভয় পক্ষ তার মতরে পক্ষবেষবহার করছেন। কারণ সবে দলিলটি উভয় মতরে পক্ষদলিল হিসেবে পশে করা যায়। যমেনআল্লাহর তাআলার বাণী:

[يسألونك عن الأهلة فلهم مواقيت للناس والحج] (2 البقرة: 189)

“লোকরো আপনাকে নতুন মাসরে চাঁদসম্পর্কে জিজ্ঞেসে করে। আপনি তাদেরকে বলে দিনিএটা মানুষের (বভিন্ন কাজ-কর্মের)এবং হজ্জেরসময় নরিধারণ করার জন্য।” [২ সূরা আল-বাক্বারা:১৮৯]এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এরবাণী:

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (الحديث)

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা শুরু কর এবং সটো (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছেড়ে দাও।”[সহহি বুখারী(১৯০৯)ও সহহি মুসলমি (১০৮১)]উভয় পক্ষরে এ মতভদরে কারণ হল প্রত্যকে পক্ষদলিলটিকে ভিন্ন ভিন্ন আঙুকি বুঝেছেন এবং মাসয়ালা নরিণয়রে ক্ষত্রে আলাদা আলাদাপথ অনুসরণকরছেন।

তনি: জ্যোতরিবদিয়ার গণনার মাধ্যমে নতুনচাঁদ সাব্যস্তকরণ ও এ ব্যাপারে বরণতি কুরআন-হাদসিরে দলিলগুলো আলমেগণরে পরষিদ পর্যালোচনা করছেন এবংতাঁরাএব্যাপারপূর্ববর্তী আলমেগণরেসকল বক্তব্য অবগত হয়ছেন।পরশিষে তাঁরা সর্বসম্মতকিরমে এ সদিধান্তে পৌঁছেছেন যে, শরয়ি বিধিবিধান পালনরে জন্য নতুন চাঁদ সাব্যস্ত করার ক্ষত্রে জ্যোতরিবজিঞনরে হিসাবগ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের দলিল হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এর বাণী:

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (الحديث)

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজারাখ এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড়।”[সহহি বুখারী (১৯০৯)ও সহহি মুসলমি (১০৮১)]তনি আরো বলছেন:

لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه (الحديث)

“তোমরাতা (নতুন চাঁদ) না-দখো পর্যন্ত রোজা রখে না এবং তা (নতুন চাঁদ) না-দখো পর্যন্ত রোজা ছেড়ে দি না।”[মালকি (৬৩৫)]এবং এই অর্থরেআরো অন্যান্য দলীল।

গবষণে ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিরঅভিমিত হচ্ছ- অমুসলমি সরকার কর্তৃক শাসতি দশে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য নতুন চাঁদ সাব্যস্ত করার ক্ষত্রে এ ধরনরে মুসলমি ছাত্র ইউনয়িন (অথবা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান যারা মুসলমিকমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করে) মুসলমি সরকাররে স্থলাভিষিক্ত হবে। ইতপূর্ববে উল্লেখিত আলোচনার পরপ্রিক্ষতি বলা যায় যে, এই ছাত্র ইউনয়িনরে ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করা অথবা না-করাএ দুটো অভিমিতরে যে কোন একটা



বছে নয়ের অধিকার রয়েছে। এরপর তারা বাছাইকৃত সবে অভিমতকে সবে দেশে সৰুল মুসলমিরে উপর প্রয়োগ করবনে। ছাত্র ইউনয়নরে এই সাধারণ প্রজ্ঞাপন মনে নয়ো সখোনকার মুসলমিদরে জন্য বাধ্যতামূলক- ঐক্যরে স্বার্থে, যথাসময়ে সয়াম শুরু করার স্বার্থে এবং মতভদে ও বিভিন্নত্বে এড়িয়ে চলার নমিত্তে। এ ধরনরেদেশেযোরাবাসকরতোদরে প্রত্যকেরকর্তব্য হলো- নজি নজি এলাকায়নতুনচাঁদদখে। যদি তাদরেমধ্য থেকেএকবাএকাধকি ছকি(নির্ভরযোগ্য)

ব্যক্তিনিতুনচাঁদদখেতেবতোররোজাপালনশুরু করবেএবংছাত্র ইউনয়নকেওসে সংবাদ দবযোতোরাসবারজন্য প্রজ্ঞাপন জারী করতপোর। এই পদ্ধতিটিমাসশুরুসাব্যস্ত হওয়ারক্ষত্রে প্রযোজ্য। আর মাস শেষে হওয়ার ক্ষত্রে শাওয়াল মাসরে নতুন চাঁদ দখেছে এই মর্মে দুইজন আদলে(দ্বীনদার) ব্যক্তিসাক্ষ্য আবশ্যক হবে। অন্যথায় রমজান মাস ত্রিশদিনি পূর্ণ করত হবে। এর দলীল হচ্ছে- রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামএর বাণী:

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً)

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দখে রোজা পালন কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দখে রোজা ছাড়। আর যদি আকাশ মঘোচ্ছন্ন হওয়ার কারণে তা (নতুন চাঁদ) দখে না যায় তবে ত্রিশদিনি পূর্ণ কর।”

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জাননে।